কালের পুতুল

যাকে আমরা মতামত বলি সে-জিনিশটা অত্যন্ত অস্থির। তার উপর নির্ভর করতে ভয় হয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে, বস্তুর ক্ষেত্রে যে মতবদল হয়, কোনো-একটা তথ্যে তার ভিত্তি থাকে ব'লে তার তবু একটা দিশে পাওয়া যায়, কিন্তু রসের জগতে কখন যে কোনদিক থেকে হাওয়া দেয় তার কিছুই বলা যায় না— ভাবখানা এইরকম যেন সমস্তটাই একটা বিশুদ্ধ খামখেয়াল। যেদিন প্রথম জানা গেলো যে আমাদের দৈহিক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে পৃথিবীটাই সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, সেদিন বিজ্ঞানের মতামতগুলি বাক্সবন্দী হ'য়ে বাসা-বদল করেছিলো, এবং পরবর্তী যুগে এই রকম বদলের পালা আরো কয়েকবার ঘটেছে। নূতন তথ্য আনে নূতন মত, মেনে নিতে কোথাও বাধে না। পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে যুক্তির, গণিতের, পরীক্ষার সারি-সারি প্রমাণ-সৈনিক। কিন্তু রসের ক্ষেত্রে কিছুই প্রমাণ করা যায় না, কিছুই প্রমাণ করবার নেই। চৈত্রের দুপুরে যে-কবিতা প'ড়ে মুগ্ধ হলাম, কোনো-এক শ্রাবণের বৃষ্টি-ঝরা রাত্রে সে-কবিতা বোবা হ'য়ে রইলো। অবসরের শান্ত অপরাহ্ণে যে-লেখা মনকে ছুঁতে পারলো না, কোনো-এক উদ্ব্যস্ত বেলা-দশটায় ট্র্যাম ধরবার জন্য ছুটতে-ছুটতে হঠাৎ তারই দুটি লাইন মনে প'ড়ে দাঁড়াতে হ'লো থমকে। এ-রকম কেন হয় তার ব্যাখ্যা নিয়ে একদিকে মনোবিজ্ঞানী আর-এক দিকে সমাজশাস্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন— কিন্তু সে-সব ব্যাখ্যায় বিশ্বাস কী। আর তার সার্থকতাই বা কোথায়। আমাদের ভালো-মন্দ লাগার এই বিকম্পনের বেগ কিছুতেই তো রুদ্ধ হবে না। সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় কত খ্যাতির মুকুট ধুলোয় লুটিয়েছে, কত অজ্ঞাত নাম পরবর্তী যুগের মানসপটে প্রতিভাত হয়েছে উজ্জ্বল হ'য়ে। আজ যাঁর জয়ধ্বনি দিতে-দিতে জনতার গলা ভেঙে যাচ্ছে, কাল দুয়ো দেবার জন্যও কেউ স্মরণ করে না তাঁকে; আর আজ যাঁর দিকে ফিরেও তাকালো না, কাল তাকেই অভিষিক্ত করে সিংহাসনে। শুধু কি তা-ই। সাহিত্যাকাশের জ্যোতিষ্ক ব'লে যাঁদের চিনেছি, যুগে-যুগে তাঁদেরই খ্যাতির কী বিস্ময়কর উত্থান-পতন। মানসিক বায়ুমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাঁরাও কখনো উজ্জ্বল, কখনো নিষ্প্রভ। ড্রাইডেন ফিরে এসেছেন, শেলি গেছেন স'রে— কিন্তু শেলির দিন আবার আসবে— তখন শেলিঘাতক এলিঅটের কী-দশা হবে কে জানে। যে-সব লেখক বহুকাল ধ'রে বহু লোকের মনে বিরাজ

করেছেন, রুচির অনিশ্চয়তা তাঁদেরই নিয়ে যখন নৃত্য করে তখন যাঁরা সদ্যোজাত তাঁদের সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে সঙ্গে-সঙ্গেই মনের মধ্যে এই সংশয় উঁকি দেয় যে দু-দিন পরেই হয়তো উপহাসের উচ্চহাসিতে সে-কথার অপঘাত ঘটবে। 'আর্চবিশপ' টি. এস. এলিঅটও যখন সমসাময়িক সাহিত্যবিচারে মারাত্মক ভুল করেন, তখন অন্যে পা বাড়াবে কোন সাহসে।

পা বাড়াতে সাহস পান না অনেকেই। পণ্ডিতেরা, অধ্যাপকেরা সমকালীন সাহিত্যকে তাঁদের অনুশীলনের বহির্ভূত রেখে নিরাপত্তা খোঁজেন। আর সংবাদপত্রাদিতে রিভিউ লেখেন যাঁরা, তাঁরা এ-বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভীক, সবচেয়ে নিরঙ্কুশ এবং— দুঃখের বিষয়— সাধারণত সবচেয়ে নির্বোধ। আমাদের দেশের পত্রিকাগুলি এ-বিষয়ে একটি নীরক্ত নেতিবাচক দুর্নীতিকে আশ্রয় করেছেন— কোনো বই সম্বন্ধেই মন্দ বলেন না তাঁরা, এবং কোনো বই সম্বন্ধেই কিছু বলেন না। বাকি রইলেন লেখক সম্প্রদায়— এঁদের ভালো-মন্দ লাগার তীব্রতা ভীরুতা হরণ করে, এবং সাহিত্যরচনায় বহুদিনের অভ্যাস আত্মবিশ্বাস আনে; তাই দেখা যায় যে সমকালীন সাহিত্য বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যা-কিছু কথা বলা হয়েছে তার বেশীর ভাগ বলেছেন লেখকরা নিজেরাই। বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার সূত্রপাত করলেন বঙ্কিম; তারপর রবীন্দ্রনাথ— প্রথম ও মধ্য বয়সে হয়তো স্বেচ্ছায়, শেষ বয়সে হয়তো অনুরুদ্ধ হ'য়ে— নতুন-নতুন লেখক ও গ্রন্থ উপলক্ষ্য ক'রে অনেক কথাই বলেছেন। সমকালীন রচনাকে ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পাওয়া যে অসম্ভব আর ভ্রান্তির আশঙ্কা যে পদে-পদে, এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বার-বার আলোচনা করেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে 'সমালোচনাকেই সাহিত্য ক'রে তোলা।' এ-প্রসঙ্গে আর-একটি সুন্দর কথা তিনি বলেছেন, সেটি এই যে 'আমাদের মনে রূপ ও রসসৃষ্টির যে আদর্শ আছে, নিজের রচনা দ্বারাই সেই আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা শ্রেয়, অন্যের রচনার বিচারের দ্বারা নয়।' ঠিক; এর চেয়ে সত্য আর কী। একটি ভালো রচনা সমস্ত সমালোচনার সারাৎসার। কিন্তু সে-রচনা যার অভিসারে বেরোবে তার মনও প্রস্তুত থাকা চাই তো। সেইজন্য উদাহরণের সঙ্গে-সঙ্গে উপদেশও চাই, আলোচনার ভিতর দিয়ে রসসৃষ্টির আদর্শের অভিব্যক্তি চাই, যাতে সে-আদর্শ লোকচিত্তে সুস্পষ্ট হ'তে পারে। সেখানেই সমালোচনার সার্থকতা। সমালোচনা ভালো-মন্দ বাছাই করতে শেখায়, সে-শিক্ষা যত বেশী লোক যত ভালো ক'রে নিতে পারবে, ততই সাহিত্যে মন্দ ক'মে গিয়ে ভালোর পরিমাণ বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা।* সমালোচনার একটি সুদৃঢ় উজ্জ্বল আদর্শ

* এই উক্তিটিকে খণ্ডিত না-ক'রে ছেড়ে দিতে পারছি না; সমালোচনা পরিণত হ'লে কী হয়, পাশ্চাত্য দেশগুলি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে; স্থাপিত হয় সাহিত্য ও অসাহিত্যে (বা জনতার সাহিত্যে)

পরিণত সাহিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ। বাংলা সাহিত্য অপেক্ষাকৃত নবীন ব'লে সে-রকম কোনো সজীব সক্রিয় আদর্শ এখনো অনুভূত হচ্ছে না— সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষে সেটা একটা অন্তরায়। সেই বাধা দূর করার একটা প্রত্যক্ষ উপায় হ'লো অন্যের রচনার বিচার করা। আমাদের সৌভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথ— ইচ্ছায় হোক, অনুরোধে হোক— সমসাময়িক সমালোচনায় অসংখ্য বার অবতীর্ণ হয়েছেন, আর সেই সমালোচনাকে সাহিত্য ক'রে তুলেছেন প্রতিবারেই— কী প্রবন্ধে, কী ভাষণে, কী পত্রে। এই ভাবে, শুধু সাহিত্যকলাতেই নয়, সমালোচনা-শিল্পেও তাঁর কাছে যে-শিক্ষা আমরা পেয়েছি তা ব্যর্থ হবে এ-কথা কিছুতেই মনে করতে পারি না; কালক্রমে আমাদের সমালোচনাতেও সুস্পষ্ট আদর্শজনিত শৃঙ্খলা নিশ্চয়ই দেখা দেবে। এ-কথা মনে করবার আরো বেশী কারণ এই যে সাহিত্যে ভালোর উদাহরণ যত বেশী পাওয়া যায় উপদেশের দীপ্তিও সেই পরিমাণে বাড়ে— বর্তমানে বাংলা ভাষায় আলোচনাযোগ্য রচনা অত্যন্ত বেশী বিরল নয়।

সমালোচনাকেই সাহিত্য ক'রে তুলতে পারলে মস্ত একটা সুবিধা এই যে পরবর্তী যুগে মতামতগুলি সর্বাংশে গ্রাহ্য যদি না-ও হয়, সাহিত্যরসের প্রলোভনেই পাঠক সেখানে আকর্ষিত হবে, তার মধ্যে সত্য প্রচ্ছন্ন থেকে মনকে নাড়া দেবে সুন্দর, তাই কোনো কালেই তা ব্যর্থ হবে না। সাহিত্যের ইতিহাসে যে-সব সমালোচনা অমর হয়েছে তাতে যে সব সময়েই একেবারে নির্ভুল মতামত ছিলো তা নয়, ছিলো সেই পরিমাণে রচনার সুষ্ঠুতা যাতে তারা সাহিত্যের গৌরব ব'লে স্বীকৃত হ'তে পেরেছে। যেহেতু সমালোচনা ভাষায় লেখা হয়, পরিভাষায় নয়, সেহেতু এ তো স্বতঃসিদ্ধ কথা যে সমালোচনা বিজ্ঞান নয়, শিল্প; অতএব সমালোচকের পক্ষে সর্বপ্রথম প্রয়োজন ভাষাশিল্পী হওয়া। ইংরেজি ভাষায় এমন অনেক আলোচনা পাওয়া যায় যাতে ভালো-ভালো তত্ত্বকথা থাকে, থাকে না রূপ, থাকে না রস— সে-সব লেখার সর্বশেষ সমাধি ঘটে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে, অথচ অস্কার ওআইল্ড পরিহাস-ছলেও যে-সব কথা বলেছিলেন তার রূপের উজ্জ্বলতা মানুষ কিছুতেই ভুলতে পারছে না, প্রতিবাদ করবার জন্যও বার-বার আবৃত্তি করছে।

কঠিন ব্যবধান; ইংলণ্ডে একই ব্যক্তি ডি. এইচ. লরেন্স ও এথেল এম. ডেল.-এর উপন্যাস পড়েন না, ও-দুই যে ভিন্ন জাতীয় রচনা, সে-বিষয়ে সকলেই সচেতন। কিন্তু, আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও 'লেখক', বর্ণমালার দ্বারা প্রস্তুত ঝাল-চাটনির পরিবেশকও তা-ই। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে ভালো ও মন্দ সাহিত্যের পরিমাণ যুগপৎ বৃদ্ধি পেতে বাধ্য— এবং তুলনায় মন্দের পরিমাণ বহুগুণে বেশী হবেই, আসল কথাটা হ'লো ও-দুয়ের প্রকৃতি বিষয়ে নির্ভুল ও ব্যাপক ভেদজ্ঞান। এই মূল্যবোধেই সমালোচনার সাধুতা; তার 'মতামতে' অত্যন্ত বেশী এসে যায় না।
— দ্বিতীয় সংস্করণের পাদটীকা